রাসেল, বার্ট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম (১৮৭২ – ১৯৭০):

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম দার্শনিক, যুক্তিবিদ, ও শান্তিবাদী। বিশ্লেষণী দর্শন ও গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার দিকপাল। নির্দিষ্ট বর্ণনার তত্ত্ব দর্শনে তার একটি মৌলিক অবদান। ভাষাদর্শনে যৌক্তিক পরমাণুবাদ ভিটগেন্স্টাইন ও রাসেলের উল্লেখযোগ্য অবদান। জি ই মুর ও রাসেলকে বিশ্লেষণী দর্শনের স্থপতি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর গাণিতিক দর্শনে রাসেলের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে যুক্তিবাদ, যে মতবাদের সূত্রপাত ঘটান ফ্রেগে। এ ছাড়া গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে রাসেলের প্রকারতত্ত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাসেলের পিতা লর্ড অ্যামবারলি ও মাতা লেডি অ্যামবারলি উভয়েই র‍্যাডিকাল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। পিতামহ লর্ড জন রাসেল, দু'বার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এবং রিফর্ম অ্যাক্ট ১৮৩২-এর অন্যতম সমর্থক, উদারনীতিক মানবতাবাদী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। শৈশবে বাবা-মা প্রয়াত হলে প্রথমে বৃদ্ধ পিতামহের তত্ত্বাবধানে এবং তারও প্রয়াণ ঘটলে খ্রিষ্টীয় প্রেমধর্মে অনুপ্রাণিত পিতামহীর কঠোর ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনের মধ্যে রাসেলের বাল্যজীবন কাটে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে: বিষয় প্রথমে গণিত ও পরে দর্শন। অধ্যাপনা করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়, এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫০ সালে। প্রকাশনার তালিকা দীর্ঘ ও বিচিত্র। *Principia Mathematica* (হোয়াইটহেডের সঙ্গে), *The Principles of Mathematics, The Problems of Philosophy, History of Western Philosophy, The Philosophy of Leibniz* প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত। *Mysticism and Logic* এবং Logic and Knowledge তার গুরুত্বপূর্ণ রচনাসমূহের দু'টি সংকলন। তিন খণ্ডের আত্মজীবনীতে তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক বিষয় অকপটে ব্যক্ত করেছেন ।

রাসেল ও জাঁ পল সার্ত্র ভিয়েৎনাম যুদ্ধের অপরাধীদের বিচারের জন্য 'আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল' গঠন করেন। ভিয়েৎনামে মার্কিন নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরে রাসেল *War Crimes in Vietnam* ম্যানুস্ক্রিপ্টটি রচনা করেন। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার । তিনি একটি বিশ্ব সরকারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের মতবাদ দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন।